‘আমি জামায়াতের ক্যাডার, নিজামীরা মুখে ধর্মের কথা বলে আমাদেরকে দিয়ে মানুষের রগ কাটায়, হত্যা করায়...’

সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তি

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

‘জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা রগ কাটা আর মানুষ জবাইয়ের কাজ করে ‘ইসলাম’-এর নামে। গোলাম আযম-নিজামীরা নাছিরকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে, আমাকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে। ওনাদের আপনারা সন্ত্রাসী বলবেন না। আমাদের বাঁচবার কোনো পথ নেই। আমি এসব প্রশ্ন যদি করতাম আমাকে অনেক আগে মেরে ফেলতো। জামায়াত-শিবির একবার করলে তার রক্ষা নাই। হয় মৃত্যু, না হয় দেশছাড়া হতে হবে। আমার একটা মেয়ে আছে, আমি বাঁচতে চাই। দেশে থাকবো না, চলে যাবো...।’

১১ সেপ্টেম্বর দুপুরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে কথাগুলো বললো দুর্ধর্ষ জামায়াত শিবির ক্যাডার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী রমজান আলী প্রকাশ ওরফে ভাগিনা রমজান।

৬টি হত্যা মামলাসহ ১৫টি মামলার (ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তি মতে) দুর্ধর্ষ শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজানকে ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে ফটিকছড়ির নারায়ণহাটের ঈদিলপুর গ্রামের পন্ডিতবাড়ী জামে মসজিদ থেকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে। এই প্রতিবেদকের সামনে র‍্যাব কমান্ডার লে. কর্নেল ইমদাদুল হক বলেন, ‘অস্ত্রের খোঁজ দিলে তোমাকে আর ক্রসফায়ারে মারা হবে না। বলো কোথায় আছে অস্ত্র?’ ভাগিনা রমজানের তথ্য মতে, চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণের মূল সিন্ডিকেট পরিচালনায় জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমির শাহজাহান চৌধুরী এমপি এবং বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির উদ্দিন চৌধুরী। হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণে চট্টগ্রামের নাগরিক জীবন যতোই সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হোক না কেন, মূল অপরাধীদের কৌশলে আইনের বাইরে রেখে দেয়া হচ্ছে। ঘটনাচক্রে গ্রেপ্তার হলেও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে জামিনে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের। কারাগারে থেকেও যাতে এই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে পারে সে জন্য তাদের হাতে মোবাইল দেয়া হয়। শাহজাহান চৌধুরী এমপি কারাপরিদর্শকের দায়িত্বে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এসব দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের মোবাইল দিয়ে নিয়মিত সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনা নির্বিঘ্ন রাখতে। সেই ধারাবাহিকতায় ভাগিনা রমজান র‍্যাব কমান্ডার লে. কর্নেল ইমদাদুল হককে এই প্রতিবেদকের সামনেই প্রতিশ্রুতি দেয় কারাগার থেকে আরো তথ্য নিয়ে বিস্তারিত জানাবে মোবাইলের মাধ্যমে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় জামায়াত জোট সরকারের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধি- এ বাস্তবতা বারবার প্রমাণ হলেও প্রকৃত তথ্য সুকৌশলে গোপন রাখা হচ্ছে প্রশাসনের কঠোরতায়। বারবার হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই, লুটের শিকার হচ্ছে নিরীহ নাগরিক। বিপন্ন নাগরিক জীবনে এতোটুকু স্বস্তির আশ্বাস যেন কোথাও নেই।

ভাগিনা রমজান অকপটে বলে গেছে বৃহত্তর চট্টগ্রামে হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণ, দখলদারিত্বের নেপথ্য নায়ক শাহজাহান চৌধুরী এমপি এবং বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের কথা। বলেছে গোলাম আযম-মতিউর রহমান নিজামী যখন চট্টগ্রামে ‘অবাঞ্ছিত’, তখন শিবির ক্যাডার নাছিরের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে লালদীঘি ময়দানে কী করে গোলাম আযমের সফল সমাবেশ করা হয়েছে!

নির্দ্বিধায় বলে ওঠে ‘জামায়াত-এর কোনো আদর্শ নেই, এরা শুধু টাকার ভাগিদার। এরা আমাদের হাতে ‘মাল’ (অস্ত্র) দেয়। এরা নেতা। এদের কেউ ‘সন্ত্রাসী’ বলে না! ‘মাল’ যার আছে সবাই নেতা!’

কিভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

‘আমার মামা বাবুল শিবিরের ক্যাডার ছিল। নাছিরের (কারাবন্দি শীর্ষ সন্ত্রাসী) সঙ্গে কাজ করতো। পরে নাছিরের সঙ্গে টাকার লেনদেন নিয়ে দ্বন্দ্ব হলে নাছির তাকে হত্যা করে ’৯৪তে। বাবুল আমার আপন মামা। তাকে আর নাছিরকে চকবাজার হোটেল মদিনা থেকে একসঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ’৯২তে। নাছিরের ‘মাল’ (পিস্তল) বাবুলের হাতে ছিল। অথচ বাবুল অস্ত্র মামলায় ১নং আসামি হয়। পরে বাবুল ২ বছর পর জামিনে মুক্তি পায়। এর আগেই নাছির মুক্তি পেলেও বাবুলের জামিনের চেষ্টা পার্টিও (জামায়াত) করেনি, নাছিরও করেনি।’

বাবুলের সঙ্গে কী করে নাছিরের যোগাযোগ হলো?

‘বাবুলের বাড়ি ফটিকছড়ি মীর্জারহাটের সিংহলিয়াতে। কুন্ডেশ্বরী স্কুল, ফটিকছড়ি কলেজ এবং নাজিরহাট কলেজে তার পড়ালেখা। নাছিরের সঙ্গে ‘শিবিরের’ ক্যাডার হিসেবেই পরিচয়। পার্টির (জামায়াত) কাজে তারা একসঙ্গে অনেক হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি করেছে। ’৯৪তে মুরাদ অপহরণ ঘটনায় ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় হয়। এই টাকার ভাগ নিয়ে বাবুলের সঙ্গে নাছিরের কথা কাটাকাটি হয়। বলুয়ার দীঘির পাড়ে ’৯৪ সালে নাছির নিজ হাতে আমার মামাকে হত্যা করে।’

আপন মামাকে যে হত্যা করলো তার সঙ্গেই আপনি যুক্ত থাকলেন এতোদিন? কিসের স্বার্থে?

'আমরা তো একেবারে নিচে, মানে ৫ নং গ্রুপের কর্মী ছিলাম। নাছির তো শীর্ষ লিডার। এসব রগকাটা-হত্যা নিয়ে প্রশ্ন করলে তো মেরে ফেলবে। আমি তো '৮৮ থেকেই যুক্ত হয়েছি 'শিবির'-এর সঙ্গে। বের হতে পারি নি আর!'

পড়ালেখা কতটুকু করেছেন?

'মীর্জারহাট জুনিয়ার স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি। এসব কাজে নামলে আর পড়ালেখা হয় না।'

মামলা কয়টা আছে আপনার বিরুদ্ধে?

'৬টি হত্যা মামলাসহ ১৬টি মামলা আমার বিরুদ্ধে আছে। এর মধ্যে সুয়াবিলের হাশেম হত্যা, নাজিরহাটের তানজির-নাসির হত্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী আইয়ুব আলী হত্যা মামলা এবং লোকমান হত্যা মামলায় আমার নাম আছে। তবে আমি জেলখানায় থাকা অবস্থায় কোনো ঘটনা ঘটলেও আমাকে আসামি করেছে এমন উদাহরণও আছে!'

আপনার নেতা কি জামায়াত নেতারা?

'আসলে অধ্যাপক আবদুল্লাহ তাহের (কুমিল্লা-১০) এমপি, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, এরা আমাদের নেতা। এরা অত্যন্ত ভদ্র, সমাজে বসার সময় পাশে নিয়ে বসে, কিন্তু বিপদের সময় আমাদের চেনে না!'

আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? এরা আপনার নেতা, তবু চিনবেন না আপনাদের?

'এখন চিনবেনই না! নির্বাচনের সময় একটু ভালো চেনেন। পার্টির কাজে হত্যা, রগ কাটার নির্দেশ যতক্ষণ পালন করবো চিনবেন। মামলা হলে আর চিনবেন না!'

আপনাদের সন্ত্রাসী কে বানিয়েছে?

'জামায়াত-শিবির করে আমরা সন্ত্রাসী হয়েছি। গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী চট্টগ্রামের মাটিতে পা দিতে পারতো না। '৯৪য়ের ২৬ জুলাই নাছিরের নেতৃত্বে আমরা লালদীঘির ময়দানে প্রথম সফল সমাবেশ করিয়ে দিই। তখন ছাত্রলীগের তিন ছাত্র, জামায়াতের তিনজন মোট ৬ জন নিহত হয় বন্দুকযুদ্ধে। এরপর আর জামায়াতের দলীয় তৎপরতা থেমে থাকেনি। নাছিরকে, আমাকে জামায়াতই সন্ত্রাসী বানিয়েছে। শিবিরের ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতিতে আমরা পার্টির (জামায়াত) নির্দেশ মতো কাজ করেছি।' নিজামী, শাহজাহান চৌধুরীদের নির্দেশে সন্ত্রাস করেছি, হত্যা করেছি...।

নাছিরকে পায়ে ধরে সালাম করেন আপনারা?

'ভাই ডাকি, হাতে সালাম দিই। শিবিরের রাজনীতিতে বলে পায়ে ধরে সালাম করা গুনাহ। একনিষ্ঠ দায়িত্বশীলরা রগ কাটে, হত্যা করে দলের নির্দেশে।'

এভাবে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়া, হত্যা করা গুনাহ হয় না?

'আসলে তো 'ইসলাম'-এর নামে জামায়াত শুধু টাকার ভাগিদার। যারা আমাদের অস্ত্র দেয় এরা নেতা, এদের কেউ সন্ত্রাসী বলে না। 'জামায়াত'-এর কোনো 'আদর্শ' নাই। আমাদের দিয়ে চাঁদা তোলায় 'পার্টি' (জামায়াত)। নির্দেশ মতো সন্ত্রাস, হত্যা করেও নেতাদের পাই না।'

আপনি জেনে শুনে এসব কেন করেছেন?

'আমি আর এ কাজ করবো না।'

আহমদুকে চিনতেন?

'আহমদু ভালো ছিল। এলাকায় ওর জনপ্রিয়তা ছিল। ও তো ভার্সিটির ছাত্র। কতো সুন্দর ছেলে! এমপি শাহজাহান চৌধুরী ওকে সন্ত্রাসী বানালো, কর্নেল অলি বুদ্ধি দিয়ে নমিনেশনের লোভ দেখালো। জামায়াত একবার করলে তার রক্ষা নাই! আহমদুকে তাই মেরে ফেলা হলো।'

আপনার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে 'জামাই ফারুক', তার বিরুদ্ধেও সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে?

'আমার ভগ্নিপতি এবং আপন মামাতো ভাই। পাইন্দংয়ে আরেকটা জামাই ফারুক আছে, ও শীর্ষ সন্ত্রাসী। আমরা মজসিদে নামাজ পড়ার সময় র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে।'

পালাতে চেষ্টা করেছেন?

'র‍্যাব তো মানুষ মেরে ফেলে। তাই পালাই নাই। আমি বিয়ে করেছি, একটা মেয়ে আছে আমার। তাই বাঁচতে চাই।'

আপনি তো একটা মেয়েকে ধরে করে এনে বিয়ে করেছেন, কেন?

'একটু ঝামেলা হইছে! আসলে আপা বুঝছেন, সন্ত্রাসীকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না তো, তাই জোর করে করতে হয়! আমি দেশে থাকবো না। আমাকে তো বাঁচতে দেবে না জামায়াত। আমি বিদেশে চলে যাবো।'

জামালউদ্দিন অপহরণে আপনি জড়িত ছিলেন? কারা করেছে? কী পরিণতি হয়েছে তার?

'জামালউদ্দিন ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন। আমি চিনতাম। ডেকে নিয়ে চা খাওয়াতেন কোথাও দেখলে। বলতেন, 'আল্লাহর অলি

fwMbv igRv‡bi Av‡`¨vcvš

ভাগিনা রমজান ফটিকছড়ি নারায়ণহাট ইউনিয়নের ঈদিলপুর পন্ডিত বাড়ির মোঃ মিয়াজানের পুত্র। আপন মামা বাবুল বাহিনী প্রধান শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী বাবুলের ভাগ্নে হওয়াতে নামই হয়ে যায় ভাগিনা রমজান। মামার হাত ধরে শিবিরের রাজনীতি এবং সন্ত্রাসে হাতেখড়ি '৮৮তে।

র‍্যাব সূত্র মতে তার মাসিক আয় কমপক্ষে এক লাখ টাকা।

তৎপরতা : ফটিকছড়ির বালুমহাল, বিশাল বন সম্পদ, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ কেটে বিক্রি, হত্যা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি।

ভাগিনা রমজানের ভাষ্যে

এলাকাভিত্তিক উপ বাহিনী : কাজীরহাট : মাসুদ, ইলিয়াস, শাহজাহান, হাসান।

হারুয়াল ছড়িতে : মোর্শেদ বাহিনী, সাগর বাহিনী।

সুন্দরপুর : সেলিম বাহিনী।

ভুজপুর : আমীর আলী বাহিনী (কলেমা লেখা পট্টি বেঁধে আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে)।

নারায়ণহাট : ইউসুফ-মনা বাহিনী

মির্জারহাট : বাচ্চু বাহিনী।

নাজিরহাট : মইন্যা, আজম, কামাল, সুজন, নেশা কামাল

ভাগিনা রমজানের তথ্য মতে ফটিকছড়িতে মূলত দু'জনই আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিয়ন্ত্রক। শিবির ক্যাডার নাছিরের ভাই মোজাম্মেল এবং জামাল। নাজিরহাটে নিয়ন্ত্রণ করছে মুসা।

'জামায়াতের তিনজন মোট ৬ জন নিহত হয় বন্দুকযুদ্ধে। এরপর আর জামায়াতের দলীয় তৎপরতা থেমে থাকেনি। নাছিরকে, আমাকে জামায়াতই সন্ত্রাসী বানিয়েছে। শিবিরের ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতিতে আমরা পার্টির (জামায়াত) নির্দেশ মতো কাজ করেছি।' নিজামী, শাহজাহান চৌধুরীদের নির্দেশে সন্ত্রাস করেছি, হত্যা করেছি...'

(কর্নেল অলি এমপি) আমার ৩০ লাখ টাকা খেয়েছে- দলের লোকজন এতো টাকা খেয়েছে- তোরা এক কাপ চা অন্তত খা।' জামালউদ্দিনের ৩৫ লাখ টাকা বিএনপির নেতারাই খেয়েছে। তাকে অপহরণের উদ্দেশ্যই ছিল পাওনা টাকা হজম করে ফেলা। তাকে হত্যা করা হয়েছে অপহরণের সঙ্গে সঙ্গেই। পুলিশ 'মধ্যস্থতা'র নামে কিছু টাকা খেয়েছে। অন্যদিকে শাহজাহান চৌধুরী এমপি, কাশেম চেয়ারম্যান পুরো ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো। অমর দাস পুরো বিষয়টা জানতো বলে ডিবি অফিসে নিয়ে নির্যাতন করে ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে মেরে ফেললো!'

চাঞ্চল্যকর 'এইট মার্ডার' ঘটনায় কে জড়িত ছিল?

'এটা তো পুরোটাই শিবিরের প্ল্যান। শিবির মহানগরী নেতা মেজবাহ চট্টগ্রাম কলেজের হোস্টেলে পরিকল্পনা করে। সাজ্জাদ, দেলোয়ার ধরা পড়লো একে-৪৭সহ। দেলোয়ার আবার জামিন পেলো। আবার আহমইদ্যা হত্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঘটাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলো! জোট সরকার ক্ষমতায় না থাকলে এ নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচার হয়ে যেতো।'

কখনো গ্রেপ্তার হয়েছেন? কিভাবে?

'১৯৯৮ সালে চকবাজার পোস্ট অফিসের উল্টো দিকে শিবির সভাপতি মোর্শেদের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলাম। কারা যেন পুলিশকে খবর দেয়। 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' নাম দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করায়। তখন কোনো মামলা ছিল না। জেলে ঢুকেও মামলা খাই। বিচারক আদালতে আমাকে বলে- 'তুমি তো এ ঘটনার সময় জেলে ছিলে- তবু আসামি হলে কী করে?'

নাছির জেলখানার ভেতরে থেকে আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করছে কী করে? বাইরে কে কে আছে?

'জেলের ভেতর মোবাইল দেয় তো। আমার সঙ্গে দেড় মাস আগে নাছিরের দ্বন্দ্ব হয়। কথা বলি না। ঝগড়া হয়েছে, ও আমাকে বের করে দিয়েছে দল থেকে। বাইরে নাছিরের বোন লিলু(লিলি) সব কিছু চালিয়েছে এতোদিন। এখন ওর স্বামীর কাছে বিদেশে চলে গেছে। তিন মাস আগে দুবাই গেছে। ওর বাসায় আমি নিয়মিত যেতাম পার্টির কাজে। এদিকে নাছিরের ক্যাশিয়ার জানে আলম কাজ করছে। আগে তো মোবাইল ছিল না। অনেক লুকোচুরি করেছে নাছিরের সঙ্গে। ১ লাখ টাকার ৫০ হাজার নিজে খেয়েছে। বাড়ি বানিয়েছে আলিশান করে। এখন তো মোবাইলে নাছির সব নির্দেশ দেয়- যারা টাকা দেয়, চাঁদা দেয়- তাদের কথা নাছির সব জানে। নাছিরের মতো সুন্দর ছেলে, শক্তিশালী ছেলে আন্ডারওয়ার্ল্ডে নাই।'

এতো দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আপনি- এই মেধা র‍্যাবের মতো কোনো রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলে করবেন?

'আমার পা ভাঙা। র‍্যাব এতো মেরেছে, আর শক্তি নাই। র‍্যাব হয়েও কাজ করতে পারবো না।'

কত অস্ত্র আছে আপনার?

'মোট ১০টা ভারী অস্ত্র, কিছু গোলাবারুদ আছে। ১টি একে-৪৭ তো পেয়েছে র‍্যাব। আরো ৬টি একে-৪৭, একটি এম-১৬, ৩টি সাটার গান আছে বিভিন্ন গ্রুপে। আমার কাছে তো নাই। সব গ্রুপের নাম তো বললাম। চকবাজার, চট্টগ্রাম কলেজ এলাকা রেইড দিলে আন্ডারওয়ার্ল্ডের সব অস্ত্র উদ্ধার হবে বলছি তো আমি বার বার।'

চট্টগ্রামে র‍্যাবের সাম্প্রতিক কয়েকটি অভিযান

■ ১৭ জুলাই '০৪ শিবির ক্যাডার আজরাইল বাহিনী প্রধান দেলোয়ারকে নাছিরের ক্যাশিয়ার জানে আলমসহ গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। পরে মামলা না থাকার অজুহাতে জানে আলমকে। এ ব্যাপারে র‍্যাবের বক্তব্য, 'নিরীহ (?) লোক ধরা পড়ে গেলে অসুবিধা। মামলা যেহেতু নাই...!'

■ ২৩ জুলাই ০৪ আছিয়া কলোনি থেকে গ্রেপ্তার হয় শিবির ক্যাডার দিদার। সম্প্রতি আহমইদ্যার সঙ্গে বিএনপিতে যোগ দেয় দিদার।

■ ১১ আগস্ট ০৪ হাটহাজারী থানার কাটিরহাটের ধলই গ্রামে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ব্যবসায়ী খায়রুল বাশার ও জহির আহমদকে গ্রেপ্তার করে।

■ ১৪ আগস্ট '০৪ খুলশী এলাকার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ছাত্রদল ক্যাডার মাসুদ, হামিদকে ওসমান নগর থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে।

■ ১৮ আগস্ট ফটিকছড়ির বিএনপি নেতা ইয়াকুব সোলেমানের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।

■ ৩ আগস্ট '০৪ ফটিকছড়ি থেকে শিবির ক্যাডার বাবুল বাহিনী প্রধান ইয়াকুব আলী বাবুল একে-৪৭ সহ গ্রেপ্তার হয়। সঙ্গে আহসানুল, নাছির, জাহাঙ্গীর, ফোরকান- শিবির ক্যাডার।

■ ১২ আগস্ট '০৪ ইসমাইল (পলিটেকনিক্যাল কলেজের ভিপি, ছাত্রদল ক্যাডার) গ্রেপ্তার হয় রিভলবারসহ। সম্প্রতি ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে জামিন পেয়ে মুক্ত।

■ ১০ সেপ্টেম্বর '০৪ ফটিকছড়ি থেকে জামায়াতের দুর্ধর্ষ ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজান এবং জামাই ফারুক গ্রেপ্তার।

■ ১০ সেপ্টেম্বর '০৪ সাতকানিয়া থেকে এওচিয়ার চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি শীর্ষ সন্ত্রাসী আহমদুল হক চৌধুরী ৭ ক্যাডারসহ গ্রেপ্তার এবং এক ক্যাডারসহ নিহত র‍্যাব হেফাজতে।

সাম্প্রতিক সময়ে জেলা পুলিশ কর্মকর্তা মঞ্জুরুল কবীরের (এএসপি, বর্তমানে ইউএন মিশনে কর্মরত) একটানা সাঁড়াশি অভিযান এবং পরবর্তী কর্মকর্তাদের তৎপরতা কিছুটা দুর্বল করেছে শিবিরের শক্তিশালী ভিত। সূত্রমতে দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাসিক উৎকোচ এবং লেনদেনের সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন পুলিশি অভিযান থেকে পার পেয়ে যায় ভাগিনা রমজান। এ বছর পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় ইয়াকুব বাহিনী প্রধান শিবির ক্যাডার ইয়াকুব। এম-১৬ হাতে পালিয়ে যায় তার সেকেন্ড-ইন কমান্ড ভাগিনা রমজান। এর পর কারাগার থেকে নাছির নিয়ন্ত্রণ করে ভাগিনা রমজানকে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে উত্তর ফটিকছড়ির একচ্ছত্র অধিপতি হয় রমজান! উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি দখল করে এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় এ পরিবারের।

সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে গডফাদার রাজি রুপী রাজনৈতিক নেতা, শাহজাহান চৌধুরী, মীর নাছির, মতিউর রহমান নিজামী প্রমুখের নাম। এ বিষয়ে এদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যস্ততার কথা বলে সবাই এড়িয়ে গেছেন সাপ্তাহিক ২০০০কে।

ভাগিনা রমজান- ফটিকছড়ির ত্রাস! সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছে, তার সন্ত্রাসের ক্রীড়নকদের কথা, আন্ডারওয়ার্ল্ডে তার গডফাদারদের কথা। নির্দ্বিধায় বলেছে, চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় না থাকলে বিচার হতো নৃশংস চাঞ্চল্যকর 'এইট মার্ডারের'। র‍্যাব হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে আরেক শিবির ক্যাডার আহমইদ্যার- যে সম্প্রতি বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। এরকম মৃত্যু ভাগিনা রমজানের মতো দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর কাছেও ভীতিকর। তাই তার স্পষ্ট উচ্চারণ, জামায়াত আমাকে বাঁচতে দেবে না- আমি বাঁচতে চাই- বিদেশে চলে যাবো। তার উপলব্ধি- একবার জামায়াত করলে তার রক্ষা নেই। র‍্যাব কমান্ডার আশ্বস্ত করছেন- তাকে হত্যা করা হবে না, তবু যেন অস্ত্রের খোঁজ দেয়। তবুও কি ভরসা পাচ্ছে এ শীর্ষ সন্ত্রাসী? তার ভয় তার দলকেই- যারা একবার বিদ্রোহ করলেই মৃত্যু নিশ্চিত করে!